



220949 - চুরকিত সম্পদ থেকে তওবা করতে হলে উক্ত সম্পদ তার মালকিকে কথিবা মালকি মারা গলে তার ওয়ারশিদরেকে ফরিয়ে দতিে হবে

প্রশ্ন

অনকে বছর আগে সে তার দাদা-দাদীর সম্পদ থেকে চুরকিরছে; যখন সে যুবক ছিল। সে তওবা করছে। এখন তওবা পূরণ করার জন্য মানুষের অধিকার ফরতে দয়ো শুরু করছে। দাদা-দাদী মারা যাওয়ার পর তাদের সম্পদরে সমপরিমাণ মূল্য দান করে দেওয়া কী জায়গে হবে? কারণ ওয়ারশিদরে কাছে পট্টোঁছা কঠনি, তাদের সংখ্যাও অনকে এবং এ দেশে গরীব লোকরে সংখ্যা প্রচুর। তনি মনে করনে যে, এ সম্পদ দান করলে তারা দুইজনরে কাছে সওয়াব পট্টোঁছা যাবে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার এর সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ থেকে তওবা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হল: অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ মালকিকে ফরতে দেওয়া এবং এটা থেকে মুক্ত হওয়া। দলিল হচ্ছে— আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমরে জন্য দায়ী, সে যনে আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়; সে দনি আসার পূর্বে যে দনি কোন দনির (স্বরণমুদ্রা) বা দরিহাম (রটোঁপ্যমুদ্রা) থাকবে না। সে দনি তার কোন সংক্রম থাকলে সেটা থেকে তার যুলুমরে পরিমাণ কটে নেয়ো হবে। আর তার কোন সংক্রম না থাকলে তার প্রতপিক্ষরে পাপরে কিছু তার উপর চাপিয়ে দেয়ো হবে।"[সহিহ বুখারী (২৪৪৯)]

যখন কোন মানুষ কারো সম্পদ চুরকিরে এবং তার পক্ষে তাকে জানানো কঠনি হয়ে যায় কথিবা জানালে সংকট আরও বাড়ার আশংকা থাকে; যমেন— তাদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হওয়া; সক্ষেত্রে জানানটো আবশ্যকীয় নয়। বরং সম্ভাব্য যে কোন পদ্ধতিতে তাকে সম্পদটা ফরিয়ে দবি; যমেন তার একাউন্টে জমা করে দেওয়া কথিবা এমন কাউকে দেওয়া যে তার কাছে পট্টোঁছিয়ে দবি কথিবা এ ধরণরে অন্য কোন মাধ্যমে।

দুই:

প্রশ্নকারীর উপর আবশ্যকীয় তার দাদা-দাদীর ওয়ারশিদরে কাছে সম্পদ ফরিয়ে দেয়ো; এমনকি সেটা তার পক্ষে কঠনি



হলও; যহেতু এটি সম্ভবপর। কঠনি হলও সম্ভবপর হওয়া, আর ফরিয়ি দেওয়া সম্ভবপর না হওয়া—দুটো বিষয়ই মাঝে পার্থক্য আছে। যদি সম্পদ তার মালিককে ফরিয়ি দেওয়া সম্ভবপর হয় তাহলে তাদরেককে ফরিয়ি দেওয়া আবশ্যকীয়; কনেনা তারাই এর হকদার। এ সম্পদ খরচ করার অধিকার তাদরেই। তাদরেককে না জানিয়ে তাদরে সম্পদ দান করা জায়যে নয়; এমনকি আপনারা য়ে দেশে আছেন সয়ে দেশে গরীবদরে সংখ্যা অনকে বশেই হলও। কারণ কোন ব্যক্তির জন্য অন্যরে সম্পদ থেকে তার অজান্তে গরীবদরে মাঝে দান করা সঙ্গত নয়। সয়ে নজিরে সম্পদ থেকে য়া খুশি দান করতে পারে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "সম্পদগুলো মালিকদের কাছে পঠেইয়ে দতি হবে; যহেতু তারা চনো ব্যক্তি কথিবা তাদরে ওয়ারশিগণ চনো ব্যক্তি। পক্ষান্তরে, আপনি যদি তাদরেককে ভুলে য়ান কথিবা মূলতঃই না চনেনে কথিবা তাদরেককে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আপনি নিরাশ হয়ে পড়নে— সয়ে ক্ষত্রে আপনিতাদরে পক্ষ থেকে দান করে দনি। কনিতু, তারা যদি চনো মানুষ হয় কথিবা তারা মারা গছেনে তবে তাদরে ওয়ারশিগণ চনো হয়; কারো জন্য হয়ত তাদরে কাছে গিয়ে বলা: 'আমিতোমাদের কাছ থেকে এ সম্পদগুলো অবধৈভাবে গ্রহণ করছে, আপনারা আমার তওবা গ্রহণ করুন এবং সম্পদগুলো গ্রহণ করুন'— সমস্যা হতে পারে। এ দকি থেকেও এটি কঠনি হতে পারে য়ে, শয়তান হয়তো তাদরে মনে ঢুকিয়ে দবি য়ে, তুমি এর চয়ে বশেই সম্পদ নিয়ে ইত্যাতি। তাই, আপনি একজন আস্থাভাজন, বুধমিন ও দ্বীনদার মানুষ খুঁজে ননি। তাকে বলবনে: ভাই, বিষয়টি এমন এমন। অমুকরে এই পাওনা আছে কথিবা সয়ে মারা গিয়ে থাকলে তার ওয়ারশিদরে এই পাওনা আছে। আশা করিসে ব্যক্তি আপনাকে দায়মুক্তির ক্ষত্রে সহযোগিতা করবনে এবং যাদরে পাওনা তাদরে সাথে যোগাযোগ করে বলবে য়ে, ভাই! এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তওবা করছেন। তনিতোমাদের এত এত সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়েছেন। এই নাও সয়ে সম্পদ। এভাবে তার দায়মুক্ত হবে। কারণ আলমেগণ বলেন: য়ে সম্পদরে মালিক চনো; সয়ে সম্পদ তার মালিকরে কাছে পঠেইয়ে দতি হবে।"[আল-লকি আস-শাহরি, নং-৩১ থেকে সমাপ্ত]

আর জানতে দেখুন: [148902](#) নং প্রশ্নোত্তর।

যদি মানুষ সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষরে হক পরিশোধ করে দেয়ার চেষ্টা করে তখন নশিচয় আল্লাহ তার জন্য সহজ করে দবনে। যতই তার কাছে মনে হোক না কনে বিষয়টি কঠনি।

প্রশ্নকারীর বক্তব্য: "তনি মনে করনে য়ে, এ সম্পদ দান করলে তারা দুইজনরে কাছে সওয়াব পঠেইবে।"

এ সম্পদরে উপর এখন আর তার দাদা-দাদীর মালিকানা নাই। বরং এর মালিকানা এখন ওয়ারশিদরে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।